ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫৩১
আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

মাতাবাড়িতে দীপাবলি ঃ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

উদয়পুরের মাতাবাড়িতে দীপাবলি মেলাকে সার্বিক সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করার লক্ষ্যে আজ সচিবালয়ে রাজ্যস্তরীয় এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সভায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন ও মতামত প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, মাতাবাড়ি মন্দিরের উন্নতিকরণের লক্ষ্যে যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার দ্রুত বাস্তবায়ন করা দরকার। তিনি বলেন, দেশ-বিদেশের পূণ্যার্থীদের কাছে এই পবিত্র স্থানের আকর্ষণ কিভাবে আরও বাড়ানো যায় সেদিকটি দেখতে হবে। এজন্য মাতাবাড়িতে মায়ের ৫১ পীঠের রেপ্লিকা তৈরির সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। তার কাজও দ্রুত শুরু করার উপর গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিকাঠামোগত অন্যান্য দিকেও উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে বলেন তিনি। তিনি বলেন, মেলায় পূণ্যার্থীদের সুবিধার্থে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিরাপত্তা, পানীয়জল, বিদ্যুৎ, ট্রাফিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মেলায় প্লাস্টিক বর্জন করে পরিবেশ বান্ধব বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিতে বলেন তিনি। সভায় গোমতী জেলার জেলাশাসক তরুণ কান্তি দেবনাথ গত বছরের মেলার সার্বিক দিকগুলি উল্লেখ করেন। তার নিরিখে তিনি চলতি বছরের মেলাকে সার্বিক দিক থেকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য যাবতীয় পরিকল্পনাও সভায় উত্থাপন করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় ট্রাফিক ব্যবস্থা, গাড়ী পার্কিং স্থান, সি সি টিভি, যাতায়াত ব্যবস্থা, মহিলা ও দিব্যাঙ্গজনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। তিনি বলেন, দীপাবলি মেলার পূর্বেই স্থায়ীভাবে সি সি টি ভি বসানো হবে। মেলা চলাকালীন যাতায়াতের জন্য বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত সড়কটির মেরামতির জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। মেলায় পূণ্যার্থীদের সুবির্ধাথে অস্থায়ী শৌচালয়ের ব্যবস্থা থাকবে। গত বছরও মেলায় প্রচুর সংখ্যক পূণ্যার্থীর সমাগম হয়েছে বলে জানান তিনি। পূণ্যার্থীদের সুবিধার্থে এবছরও ভলান্টিয়ার্স রাখা হবে। এবছরও মেলা প্রসার ভারতীর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে বলে তিনি জানান। প্রতিবছরের মত এবারও মেলায় বিভিন্ন দপ্তরের উদ্যোগে প্রদর্শনী স্টল ও সহায়তা কেন্দ্র খোলা হবে। ব্যবসায়ীদের জন্যও আলাদা করে থাকবে অস্থায়ী স্টল। মেলায় কল্যাণ আরতী আরও জাঁকজমকভাবে সম্পন্ন করার বিষয়েও আলোচনা হয়। মেলা উপলক্ষে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে। সভায় মুখ্যসচিব ইউ. ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, পুলিশের মহানির্দেশক এ কে শুক্লা, অতিরিক্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং, প্রধান সচিব বি কে সাহু, এল এইচ ডার্লং, এস আর কুমার, বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে, সচিব এম এল দে, সৌমা গুপ্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, গোমতী জেলার পুলিশ সুপার এ আর রেড্ডি সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

*****